জীবননগর উপজেলার সীমান্ত ইউনিয়নের রাস্তা-ঘাটের বেহাল দশা

জীবননগর উপজেলার সীমান্ত ইউনিয়নের রাস্তা-ঘাটের বেহাল দশা। সংস্কার না হওয়ায় সড়কের বিভিন্ন স্থানে ছোট-বড় অসংখ্য খানাখন্দ। রাস্তা নয় যেন মরণ ফাদ সামান্য বৃষ্টি হলেই রাস্তাগুলোর অবস্থা আরও বেহাল হয়ে পড়ে। রাস্তা গুলোর অধিকাংশ খানাখন্দের সৃষ্ঠি হয়েছে। যার কারণে প্রায় ঘটছে দুর্ঘটনা। আর এতে করে সীমান্ত ইউনিয়ন বাসির ভোগান্তির যেন শেষ নেই।
সীমান্ত ইউনিয়নের গঙ্গাদাশপুর থেকে শুরু করে যাদবপুর, কয়া, হরিহরনগর, মেদনীপুর, গয়েশপুর, গোয়ালপাড়ার রাস্তার খানাখন্দগুলো দিন দিন আরও বড় আকার ধারণ করে মরণ ফাঁদে পরিণত হচ্ছে। প্রতিদিনই কোন না কোন স্থানে দুর্ঘটনার শিকার হচ্ছেন স্থানীয় নাগরিকরা। দীঘ দিন যাবত রাস্তাগুলো জরাজিন্ন হয়ে পড়ে আছে সংষ্কারের কোনও উদ্যোগ নেন নি কতৃপক্ষ। অনেকেেই বলছেন টেন্ডার প্রক্রিয়ার মধ্যেই নাকি আটকে আছে এ সব কাজ।
গ্রামীন সড়কের রাস্তা দিয়ে প্রতিদিন কয়েক লাখ মানুষ চলাচল করেন। প্রতিদিনই জীবনের ঝুঁকি নিয়েই চলাচল করছেন তারা। চরম দুর্ভোগ পোহাচ্ছেন সুনামগঞ্জ সীমান্ত ইউনিয়নবাসী।
কিন্তু এসব দেখার যেনো কেউ নেই। সীমান্ত ইউনিয়ন কর্তৃপক্ষের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের নামে যতো অব্যবস্থাপনা ও অপরিকল্পিত কর্মপন্থা আরও সৃষ্টি করেছে জনভোগান্তি।
স্থানীয়রা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, সীমান্ত ইউনিয়নের প্রতিটি রাস্তা সংষ্কারের অভাবে চরম অবহেলায় পড়ে আছে। উন্নয়নের আশ্বাসের ওপর ভর করেই কেটে গেছে চেয়ারম্যানদের সময়কাল। রাস্তা ঘাটের বেহাল দশায় বেড়েছে চলাচলে ভোগান্তি।
এ ব্যাপারে ৪নং সীমান্ত ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মঈন উদ্দিন ময়েন বলেন, সীমান্ত ইউনিয়নের রাস্তা ঘাটের যে সমস্য সে সমস্যা সমাধানের জন্য আমরা মাননীয় সংসদ সদস্যসহ কতুপক্ষকে লিখিত ভাবে জানিয়েছি আশা করছি খুব দ্রুত সড়ক সংস্কারের কাজ শুরু হবে।

আলমডাঙ্গায় বিষপানের ৮ দিনপর যুবকের মৃত্যু

আলমডাঙ্গায় ঘাস মারা বিষ পানের ৮ দিন পর রনি (২৪) নামের এক যুবক মারা গেছে। গতকাল গতকাল রবিবার দুপুর ১ টার দিকে পৌর এলাকার গোবিন্দপুর নিজ বাড়িতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সে মারা যায়।

জানাগেছে, আলমডাঙ্গা পৌর এলাকার গোবিন্দপুর দক্ষিণ পাড়ার বজলুর রহমানের ছেলে রনি দীর্ঘদিন মাথার অসূখে ভুগছিলো। তার মাথার জন্য বিভিন্ন ডাক্তারের কাছে চিকিৎসা নিচ্ছিলো।

গত ৮ দিন পূর্বে মাথার সমস্যার কারণে বাড়িতে থাকা মাঠের ঘাষ মারা বিষ পান করে। পরিবারের লোকজন রনিকে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করে। ৮ দিন চিকিৎসা শেষে বাড়িতেও চলে চিকিৎসা।

গতকাল রবিবার দুপুর ১ টার দিকে তার নিজ বাড়িতে মারা যায়। এ ঘটনায় রনির পিতা বাদি হয়ে আলমডাঙ্গা থানায় সাধারণ ডাইরি করেন।

আলমডাঙ্গায় মোটরসাইকেলের ধাক্কায় বাই সাইকেল আরোহী নিহত

আলমডাঙ্গায় মোটরসাইকেলের ধাক্কায় বাই সাইকেল আরোহী নিহত হয়েছে।

গতকাল শনিবার সকাল ১০ টার দিকে পৌর এলাকার আনন্দধামে এ দুর্ঘটনাটি ঘটে। নিহত শরিফুল বিশ্বাস কালিদাসপুর উত্তরপাড়ার আফসার আলির ছেলে।

জানাগেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার কালিদাসপুর গ্রামের আফসার আলির ছেলে ট্রাক ড্রাইভার শরিফুল ইসলাম (৪২)। সে গত দীর্ঘদিন যাবৎ আলমডাঙ্গা উপজেলা শ্রমিক ইউনিয়নের টোল উত্তোলন করে আসছিলো।

গতকাল শনিবার সকালে আনন্দধাম এলাকায় বাই সাইকেল যোগে ট্রাকের টোল আনতে যায়। আনন্দধাম এলাকায় শরিফুল পৌঁছালে পিছন থেকে পালসার মোটরসাইকেলে থাকা বেলগাছি গ্রামের মৃত ইচাহকের ছেলে মাসুম ধাক্কা মারে।

এতে, শরিফুল গুরুত্বর আহত হলে স্থানীয়রা হাসপাতালে ভর্তি করে। তার অবস্থা গুরুত্বর হওয়ায় কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করে। সেখানে চিকিৎসারত অবস্থায় শরিফুল মারা যায়।

দর্শনায় এমপি ও কেরুজ এমডির সাথে সাংবাদিকদের সৌজন্য সাক্ষাত

চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের ৪ বার নির্বাচিত সংসদ সদস্য, দর্শনা প্রেসক্লাব ও সাংবাদিক সমিতির প্রধান পৃষ্টপোষক হাজি আলী আজগার টগর ও অপর পৃষ্টপোষক কেরুজ চিনিকলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ আবু সাঈদের সাথে সৌজন্য সাক্ষাত করেছেন সাংবাদিকরা।

গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যায় দর্শনা পৌর আ.লীগের কার্যালয়ে এমপি আলী আজগার টগর ও রাত ৮ টার দিকে কেরুজ কারখানা বিভাগের মহাব্যবস্থাপকের কার্যালয়ে মিলের এমডি মোঃ আবু সাঈদের সাথে সৌজন্য মূলক সাক্ষাত করেন দর্শনা প্রেসক্লাব ও সাংবাদিক সমিতির নেতৃবৃন্দ।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, প্রেসক্লাব ও সাংবাদিক সমিতির উপদেষ্ঠা কেরুজ চিনিকলের মহাব্যাবস্থাপক (প্রশাসন) শেখ শাহাব উদ্দিন, প্রেসক্লাবের সভাপতি মনিরুজ্জামান ধীরু, সহসভাপতি জাহিদুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক হারুন রাজু, সহ-সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম,

সাংগঠনিক সম্পাদক মাহমুদ হাসান রনি, সাবেক সভাপতি হানিফ মন্ডল, ইকরামুল হক পিপুল, সাবেক সাধারণ সম্পাদক চঞ্চল মেহমুদ, আহসান হাবীব মামুন, সাংবাদিক সমিতির সভাপতি আওয়াল হোসেন, সহসভাপতি কামরুজ্জামান যুদ্ধ, সাধারণ সম্পাদক এসএম ওসমান, সহসাধারণ সম্পাদক মনিরুজ্জামান সুমন, সিনিয়র সাংবাদিক এফএ আলমগীর, রাজিব মল্লিক, জামান তারিক, হাসমত আলী, সুজন মাহমুদ, ওয়াসিম রয়েল, ইমতিয়াজ রয়েল, মাসুম বিল্লাহ, আবিদ হাসান রিফাত, আ. হান্নান, ফরহাদ হোসেন প্রমুখ।

দামুড়হুদায় ইউপি চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী কাদিরের গণসংযোগ

দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী হাজী আঃ কাদির নির্বাচনী গণসংযোগ ও মতবিনিময় করেছেন।
জানা গেছে, দামুড়হুদা উপজেলা সদরের হাতিভাঙ্গা- মুক্তাপুর গ্রামে গতকাল বেলা ৩ টার দিকে আসন্ন দামুড়হুদা ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী হাজী আঃ কাদির হাতিভাঙ্গা- মুক্তারপুর গ্রামের সর্বসাধারণের সাথে গণসংযোগ ও মতবিনিময় করেন।

গণসংযোগ করা কালে উপস্থিত ছিলেন, দামুড়হুদা সদর ইউনিয়নের ৭ নং ওয়ার্ড আ.লীগের সভাপতি কলম উদ্দিন, সাধারণ সম্পাদক ইব্রাহীম মেম্বার, যুবলীগ নেতা খোকন, তারিখ, শরিফুল, শাহীন, সাইফুল, খালেক, মিনারুল, শরিফ, আশরাফুল প্রমুখ।

গণসংযোগ ও মতবিনিময় কালে চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী হাজী আঃ কাদির ইউনিয়ন বাসীর উদ্দেশ্য বলেন, আসন্ন ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনে আমি চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী হিসেবে অংশ গ্রহণ করতে যাচ্ছি ইতিমধ্যেই আপনারা জেনেছেন। আমনাদের দোয়া ও ভালোবাসায় মহান আল্লাহ আমাকে অনেক ভালো রেখেছেন, সকলে আমার জন্য দোয়া করবেন। পৃথিবীরতে প্রতিটা মানুষের বেশ কিছু আশা থাকেন তেমনি নির্বাচন করে আপনাদের সেবা করা আমার একটা আশা। এমনিতেই আমি যখন যেভাবে যতটুকু পেরেছি মানুষের পাশে দাঁড়াতে চেষ্টা করে গেছি। আমার মনে হয়েছে

জনপ্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনসাধারণের সাথে সবচেয়ে কাছ থেকে মেশা ও সরকারের সকল উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের চিত্র তুলে ধরা যায়। সে লক্ষ নিয়েই মূলত আমার নির্বাচন আশা। আপনারা আমার পাশে থাকলে আমি বিজয়ী হবো। আপনাদের দৌড় গোড়াতে সেবা পৌঁছে দেওয়া, ডিজিটাল ও মাদকমুক্ত ইউনিয়ন গড়ার লক্ষ্যে আপনাদের পাশে থেকে কাজ করতে চায়।

দর্শনা ঈশ্বরচন্দ্রপুর নিমতলা সীমান্তে মাঠে ৬ হাজার পেঁপে গাছের চাঁরা ও কলা কর্তন

চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা ঈশ্বরচন্দ্রপুর নিমতলা সীমান্তে মাঠে মো: মহিদ উদ্দিন নামের এক কৃষকের ৩ টি বের্ডের ৬ হাজার পেঁপের গাছ চারা কর্তন ও একটি কলা বাগানের ১২ টি কলার কান্দি কেটে নিয়ে গেছে দূর্বত্তরা।

অভিযোগ সুত্রে জানা গেছে, গতকাল শুক্রবার সকালে চাষী তার দর্শনা নিমতলী পেঁপে বের্ডে ও কলাবাগানে গিয়ে এ ঘটনা দেখতে পাই।
কৃষক মো: মহিদ উদ্দিন বলেন, দর্শনা ঈশ্বরচন্দ্রপুর গ্রামের ফিট্রু ও জনি নামের দুজন মিলে পেঁপের চারা ও কলা গাছের কান্দি কেটে নিয়ে গেছে। প্রতিপক্ষরা পূর্ব পরিকল্পিত ভাবে তার ৩ টি বের্ডের ৬ হাজার পেঁপে গাছের চারা কর্তন করে ও একটি কলা বাগানের ১২ টি কলার কান্দি কেটে নিয়ে যায়।

এরপর প্রতিপক্ষরা পেঁপে চারা ও কালার কান্দি কেটে খান্ত হয়নি। তাকে প্রাণ নাশের হুমকি দিচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন।
এঘটনায় দর্শনা থানায় একটি লিখিত এজাহার দাখিল করছে।

এ ঘটনায় চাষী মহি উদ্দিন সাংবাদিকদের বলেন, আমি একেবারে পথে বসিয়ে দিয়েছে। আমার ৮ বিঘা জমি রেডি করে রেখেছি আমি দুই একদিনের ভিতর চারা লাগবো। সেই মূহুর্তে সব কেটে দিয়েছে এতে প্রায় আমার লক্ষাধিক টাকা ক্ষতি হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গায় অন্যের জমিকে রাস্তা দেখিয়ে চড়ামূল্যে প্লট বিক্রি

চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাকার আরামপাড়ায় প্রতারণামূলকভাবে অন্যের জমিকে রাস্তা দেখিয়ে চড়ামূল্যে প্লট বিক্রির অভিযোগ তুলে প্রতিকার চেয়েছেন ভুক্তভোগি পাঁচ ক্রেতা। রাস্তার অভাবে বর্তমানে তারা গৃহবন্দী জীবনযাপন করছেন বলেও দাবী করেন তারা।

গতকাল শুক্রবার দুপুরে চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাবে উপস্থিত হয়ে সাংবাদিকদের সামনে প্রতারণার আদ্যোপান্ত তুলে ধরেন ক্রেতারা।

উপস্থিত অভিযোগকারীদের পক্ষে মো. জাহাঙ্গীর আলম লিখিত বক্তব্যে বলেন, তিনি নিজেসহ মোছা. সামসুন নাহার, মো. আব্দুল্লাহ আল মামুন, মোছা. চামেলী খাতুন ও রোকেয়া পারভীন চুয়াডাঙ্গার শহরতলী দৌলতদিয়াড়ের বাসিন্দা আফসার উদ্দিন বাদল মাস্টারের স্ত্রী মোছা. সেলিনা আফসারের নিকট থেকে আরামপাড়ার জমি ক্রয় করেন।
জমি বিক্রির সময় বিক্রেতা মোছা. সেলিনা আফসার এবং তার স্বামী আফসার উদ্দিন বাদল মাস্টার জমি সংলগ্ন আট ফুট রাস্তা নিজেদের দাবী করে উচ্চ মূল্যে প্লট বিক্রি করেন।
সেসময় তারা উল্লেখিত রাস্তা জমির দলিলেও ম্যাপ করে উপস্থাপন করেন বিক্রেতা। ওই জমিতে প্রত্যেক ক্রেতাই বাড়ি করে ৮/১০ বছর ধরে বসবাস করে আসছেন। ইতিমধ্যে পৌরসভাও বিক্রেতার উল্লেখিত রাস্তায় এইচবি করে জনগণের চলাচল সুগম করেছে।

কিন্তু সম্প্রতি রাস্তার পশ্চিম পাশের মালিকগণ তাদের জমি পরিমাপ কালে দেখা যায় রাস্তা হিসেবে উল্লেখিত আট ফুট ডরম মধ্যে সাড়ে পাঁচ ফুট জমি তাদের নামে রেকর্ডভুক্ত। এ অবস্থায় জমির প্রকৃত মালিক মানবিক কারণে এক ফুট জমি ছেড়ে নিজেদের সাড়ে চার ফুট জমি ঘিরে নিয়েছেন।

এ অবস্থায় পূর্বের আট ফুট রাস্তা বর্তমানে সাড়ে তিন ফুটে পরিণত হয়েছে। এতে করে পিছনের বসবাসকারীরা চলচল করতে মারাত্মক অসুবিধায়

পড়ছেন।
অভিযোগকারীরা বলেন, এ অবস্থায় জমির বিক্রেতাদের সাথে যোগাযোগ করা হলে তারা রাস্তা দেখিয়ে উচ্চ মূল্যে জমি বিক্রির বিষয়টি অস্বীকার করছেন। এবং উদ্ভুদ সমস্যা সমাধানে অপারগতা প্রকাশ করছেন।

অভিযোগকারীদের দাবী, বিক্রেতা মোছা. সেলিনা আফসারের ওয়ারিশগণের নামে বেশকিছু জমি রাস্তা সংলগ্ন এলাকায় রয়েছে। যা থেকে রাস্তা পরিমাণ জমি বিনিময়ের মাধ্যমে সমস্যা সমাধান করা সম্ভব। তাদের সাথে আলোচনার প্রস্তাব দিলেও তারা তা প্রত্যাখ্যান করে আসছেন।

আলমডাঙ্গার বন্ধু ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে রতন জমিদারের জন্মদিন পালিত

আলমডাঙ্গায় বন্ধু ফাউন্ডেশন-৮৮ এর উদ্যোগে এম এ মান্নান রতন জমিদারের জন্মদিন পালিত হয়েছে ।

গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যার দিকে আলমডাঙ্গা পৌর এলাকার আলিফ উদ্দিন মোড় প্রাঙ্গণে এ অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয়। জন্মদিন উপলক্ষে আলোচনা সভা ও কেক কাটা হয়।

আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন বন্ধু ৮৮ ব্যাচের মোবারক হোসেন। অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, আলমডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক হামিদুল ইসলাম আজম, ডাউকি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি ও বাদল স্মৃতি একাডেমী স্কুলের প্রধান শিক্ষক নুরুল ইসলাম দিপু, ডাউকি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান তরিকুল ইসলাম, বণিক সমিতির কোষাধ্যক্ষ ও বন্ধু ৮৮ এর সদস্য আলাউদ্দিন, সারজেল আলি, নুর খাঁন, আশরাফুল আলম মন্টু, বাবলু রহমান, সানোয়ার হোসেন, জালাল উদ্দিন, মানোয়ার হোসেন, মতিয়ার রহমান, ষষ্টি কুমার, সাহাবুদ্দিন, আরিফ হোসেন, আলতাফ হোসেন প্রমুখ।

চুয়াডাঙ্গায় হেলমেট পরিহিত বাইক চালকদের ফুলেল শুভেচ্ছা

‘ট্রাফিক আইন মেনে চলুন, দুর্ঘটনা মুক্ত জীবন গড়ুন, বাইক চালাতে হেলমেট পরি সুস্থভাবে ঘরে ফিরি’ এই শ্লোগানকে সামনে রেখে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন সেভ ফিউচার ফাউন্ডেশন এর পক্ষ থেকে চুয়াডাঙ্গা হেলমেট পরিহিত বাইক চালকদের ফুলের শুভেচ্ছা জানানো হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার মার্চ বিকাল সাড়ে তিনটার সময় চুয়াডাঙ্গা হাসান চত্বরের মোড়ে সেভ দ্য ফিউচার ফাউন্ডেশন এর পক্ষ থেকে বাইক চালকদের ফুলের শুভেচ্ছা জানানো হয়।
এই সময় উপস্থিত ছিলেন সেভ দ্য ফিউচার ফাউন্ডেশন চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখার সভাপতি সাইফ সাহেব, সাধারণ সম্পাদক রাজন মিয়া, চুয়াডাঙ্গা পৌর শাখার সভাপতি মিঠুন, সাধারণ সম্পাদক আল নোমান।

আরো উপস্থিত ছিলেন, আলমডাঙ্গা উপজেলা ও পৌর শাখার সভাপতি ও চিৎলা ইউনিয়ন আওয়ামী যুবলীগের যুগ্ন আহবায়ক চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী শাহ্ আল ইমরান।
চুয়াডাঙ্গা পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন, ঞও-১ ফখরুল ইসলাম, ঞও-৫ মেহেদী হাসান, ঞঝও-আসাদ সহ অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। এ সময় শুভেচ্ছা পেয়ে সেভ দ্য ফিউচার ফাউন্ডেশন কে সাধুবাদ জানাই বাইক চালকরা।

দর্শনা-মুজিবনগর সড়কের পাশে

অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ অভিযান শুরু

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা টু মুজিবনগর সড়কের পাশে যে সকল অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ অভিযান শুরু হয়েছে।
গতকাল শুক্রবার সকাল সাড়ে দশটার সময় দর্শনা-মুজিবনগর মহাসড়ক উন্নয়নে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ ও ড্রেন নির্মাণ কাজের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন চুয়াডাঙ্গা-০২ আসনের সংসদ সদস্য হাজী মোঃ আলী আজগার টগর।

উল্লেখ্য, গত ২১/১১/২০২০ শনিবার বেলা ১১ টার দিকে দর্শনা বাস স্টেশন চত্বরে দর্শনা-মুজিবনগর সড়ক উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে রাস্তা উদ্বোধন করেন চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের সংসদ সদস্য হাজী আলী আজগর টগর।

দর্শনা-মুজিবনগর সড়ক টু লেন নতুন রাস্তার কাজ দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা থেকে নাটুদহ ২৩ কিলোমিটার পর্যন্ত ১’শ ২০ কোটি টাকা ব্যায় ও মেহেরপুর মুজিবনগর উপজেলার ৭ কিলোমিটার পর্যন্ত রাস্তার কাজ ২৯ কোটি টাকা মোট ১ শত ৪৯ কোটি টাকা ব্যায়ে রাস্তা নির্মান হবে।

দর্শনা-মুজিবনগর সড়ক উদ্বোধন এর পর থেকেই সড়কের পাশে যে সকল অবৈধ স্থাপনা রয়েছে সেগুলো সরিয়ে ফেলার জন্য বেশ কয়েকবার মাইকিং ও নোটিশ প্রদান করা হয়েছে।
মাইকিং ও নোটিশ প্রদানের পর ও যে সকল অবৈধ স্থাপনা সরিয়ে নেয়নি তাই শুক্রবার সকালে সেগুলো ভেকু দিয়ে ভেঙে ফেলা হয়েছে।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, দর্শনা পৌর মেয়র মতিয়ার রহমান, দামুড়হুদা উপজেলা চেয়ারম্যান আলী মুনসুর বাবু, নির্বাহী প্রকৌশলী নজরুল ইসলাম, চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুরের উপ-পরিচালক অনুজ কুমার, দর্শনা থানার ওসি মাহাব্বুর রহমান কাজল, দর্শনা পৌর নাগরিক কমিটির সদস্য সচিব গোলাম ফারুক আরিফ সহ অনেকে।

এ সময় চুয়াডাঙ্গা-০২ আসনের সংসদ সদস্য হাজী আলী আজগার টগর বলেন, বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশকে একটি উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে গড়ে তুলার জন্য কঠোর পরিশ্রম করে যাচ্ছেন এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শে এই বাংলাদেশ

গড়ে তুলবেন।